গল্প

পাখি আমার

শাহ্‌জাহান চঞ্চল

চিত্রটি গণেশ পাইনের শিল্পকর্ম থেকে নেয়া

আমি ওকে নিত্য নতুন নামে ডাকি। অবশ্য ফুল-ফল, ঘাস-পাতা,নদী-পাখি এসব নামই থাকে বেশি। আজ ওকে ডাকছি পাখির নামে। 'ও সে আঁখি না পাখিরে' গানটি শুনে নয়। এমনি মন থেকেই। আমার নানা রঙের নামে সে ক্ষ্যাপে উঠে না। বরং উপভোগই করে। মিটমিট করে হাসে আর কোমরে আঁচল বেঁধে গুণ গুণিয়ে গান করতে করতে নিজের কাজ করতে থাকে।

আমি যেদিন ওকে নদীর নামে ডাকি। মনে হয় ওকে নিয়ে যাই নদীর কাছে। নদীর পাড় ধরে হাঁটবো অনেক দূর। বাতাসে উড়বে ওর চুল। ঢেউ ভিজিয়ে দিবে শাড়ির পাড়। ওর মুখের আয়নায় রোদ খেলবে। প্রতিবিম্বিত হয়ে তা পড়বে আমার গায়, আমি উত্তাপিত হবো। বাতাস শূন্য করে এক সময় হবো ঝড়। ওকে উড়িয়ে নেব

বট বৃক্ষের নিচে। শান্ত হবো শেষে, যখন আঁচল পেতে আমায় বসতে দিয়ে গাইবে ঠাকুরের গান– ‘ এই লভিুন সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।’ গানের সুরে আকাশ ভেঙ্গে নামবে বৃষ্টির ডাহুক। হৃদয়ের চরে হাঁটবে সে ডাহুক আলতো পায়ে। চারিদিকে জাগবে সুর সিম্ফনি–

“ আয় তবে সহচরি, হাতে হাত ধরি ধরি
নাচিব ঘুরি ঘুরি গাহিব গান।“

ভাবনা তখন সমুদ্র হবে। উজান ছুটবে ভালো লাগা মাছের ঝাঁক। চোখ হবে কোমল এক ক্যানভাস। নূপুর পায়ে কলসি কাঁখে সে হেঁটে আসবে নদীর ঘাটে। নৌকা প্রস্তুত ওপাড়ে যাবার। আমরা পালিয়ে যাবো, হারিয়ে যাবো সেখানে, যেখানে জলের উৎস, বাঁচার উৎস, ভালবাসার উৎস মিথুন প্রজাপতি হয়ে হবে স্থিত।

ফুলের নামে যখন ওকে ডাকি। সুবাসে ভরে যায় আমার চারদিক। দক্ষিণ জানালায় বাগান বিলাসের ঝাড়টি বারবার উঁকি দেয়। মহুয়া,মহুয়া বলে ডাকি, সে সাড়া দেয়। উনুনের আঁচ কমিয়ে দিয়ে সে মুখে আলতো করে আঁচল ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে আমার পাশে এসে বসে। আমার ঘর তখন হয়ে যায় দূর পাহাড়ের সীমানায় কোন আদিবাসি গাঁও। মাদল বাজে। নাচে সাত ঝাঁক আদিবাসি নারী। মহুয়া অমাকে তাঁর কাজলে ভিজায়। কোন ফাঁকে যেন ওঠে সুর –

“ ফুলের মরশুম
সরাব ঢালো সাকী”

অপূর্ব দ্যোতনায় দুলে ওঠে পৃথিবী। মহুয়ার ছোঁয়ায় ঘুমের স্বর্গে হেঁটে যাই আমি। সামনে এগোয় আমার পথ। দুপাশে। দেখি কি সবুজ, কি নরম শ্যামা ঘাস। আমি মহুয়াকে শ্যামা ঘাসে ঢেলে দেই। বেজে উঠে বাঁশরি। তাঁর মুখে ভর করে সুর–

“ ওকে আজ চলে যেতে বলনা ও ললিতা
দিবালোকে সে আমায় নাম ধরে ডাকে
আমাকে সবাই দোষে সে সাধু থাকে। ”

কিন্তু আমি চলে যাই না , ছেড়ে যাই না লোকালয়। স্বর্ণলতা হয়ে যাই মহুয়ার জমিনে।

ফুলের নাম রঙ্গনা। ডাকি যখন তাঁকে। থেমে থেমে সে দেখে আমাকে। ব্যালকনীতে গিয়ে দাঁড়ায়। চোখ ছুঁড়ে দেয় আকাশের দিকে উঠে যাওয়া দেবদারু গাছের দিকে। দেবদারু আর আমাকে সমার্থক করে ফেলে। আমি নাকি তাঁর দেবতা সম। দেবতাকে সবিতা হয়ে প্রণাম করে। আমার মাথা ঝুঁকে পড়ে। আমি দু’হাতে তাঁকে নিঃশ্বাসের কাছে টেনে আনি। আমি তখন একটি শিরীষ গাছ হয়ে যাই। যার ব্যাপ্তি শুধু তাঁকে ঘিরেই। সে হুঁ হুঁ করে কাঁদে। কেন কাঁদে কোনভাবেই জানতে চাই না। আরো কত ফুল, কত ফুল যে। তাঁকে ডাকি। সে তখন আর নামে নেই, ফুল হয়ে গ্যাছে।

ফলের নামেও ডাকি তাঁকে। সাড়া দেয় সে। বেতস কিংবা কামরাঙা। বেতস ডাকলেই দেখি তাঁর চোখ নীল। বলা যায় তাঁকে নীলাঞ্জনা। কুলঞ্জনও ডাকি তাঁকে। যখন তাঁকে কামরাঙা ডাকি। জীবনানন্দকে সে আনে ডেকে---

“ আকাশে সাতটি তাঁরা যখন উঠেছে ফুটে আমি এইখানে
বসে থাকি; কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মুনিয়ার মতো

গঙ্গা সাগরে ডুবে গেছে– ।”

আমার তখন ডুবে যেতে ইচ্ছে করে কামরাঙার খোঁপা অরণ্যে। চুলের সোঁদা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে নারীকে নির্ভরতার প্রতীক মনে হয়। জায়া জননী কন্যা একই মানুষে তিন কাব্যিক রূপ। আমি গলা ছেড়ে গেয়ে উঠি–

‘ আমি সঁপেছি আমারে
তোমার কাছে হে বিনোদ রাঁই।”

পাতা, ও পাতা। সে বলে কি পাতাগো? ভাবি কি পাতা বলা যায়। অশোক পাতা, বাসক পাতা, নিশি কালিন্দার পাতা। না ভাল শোনায় না। পাতা বাহার– সে নামতো সবার জানা। আচ্ছা তাহলে জারুল পাতা। সে বলে এর সাথে জুড়ে দাও গাওছা লতা! জারুল পাতা-গাওছা লতা। ভালইতো শোনায়। কিন্তু বেশ বেড় হয়ে যায়। কেয়া পাতা, ছাতিম পাতা, জিকা পাতা, তালপাতা, সজনে পাতা। এগুলোতেই হয়ে যায়। কোথায় গেল কলাপাতা? ঠিক আছে ওটাও গোণায় ধরা যায়। পাতায় পাতায় ভরে যায় সময়ের খাতা। আমি এবং সে ভাবি মানুষের জীবন পাতা এতো ছোট কেন? লিখা শুরু না করতে করতেই সব শেষ। পৃথিবীতে কত কিছু শোনার কত কিছু দেখার। কিন্তু সময় কই। সকাল হতে না হতেই তো সন্ধ্যা। আমরা সিদ্ধান্ত নেই ওপাড়ে পুষিয়ে নিব সব। কিন্তু পৃথিবী পাবো কোথায় সেখানে। সেখানে তো স্বর্গ নরক। কাজেই আবার সিদ্ধান্ত নেই, পৃথিবী এবং স্বর্গের হিসাব আমরা করবো আলাদা আলাদা। পৃথিবীতে সংসার সাজানোটা একটা বড় কাজ। ফর্দ থেকে বাউল হওয়ার ইচ্ছাটা বাদ দেই তাই। পৃথিবীকে জানার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়। রূপকারের প্রতি নত হই। মগজে মননে ছড়িয়ে দেই উৎস জানার খই।

আমি হাত পাতি। হাতে হাত রাখে সে। স্বপ্নের সাথে স্বপ্ন মিলায়। আমাকে সে দেয় ময়ূরী সময়।। আর সময় যখন ময়ূরী হয় আমার পাখির কথা মনে হয়। তাঁকে পাখির নামে ডাকি তখন। কোন সে পাখি। তবে অচিন পাখি নয়। তিলে ঘুঘু, মুনিয়া, লক্ষ্মী পেঁচা, দাঁড়কাক, কাকাতুয়া, হলদেবৌ। এসব থেকেই বেছে নেয়া হয় কিছু। হলদেবৌ ডাকলে সে কেমন জানি অপরূপা হয়। সে আমার চোখে বাড়তে বাড়তে বিশাল এক মাঠ হয়ে যায়। সেখানে অলৌকিকভাবে গজিয়ে উঠে সর্ষে গাছ। হলুদ ফুলে ফুলে ভরে যায় তা এক সময়। হলুদ আর সবুজ মিলে বিশাল প্রান্তর। সে প্রান্তর জুড়ে কেবল উড়ে বেড়ায় হলদে পাখি। কোথাও আর কিছু নেই। আমার চোখে হলদেবৌ, হৃদয়ে হলদেবৌ, সত্ত্বায়-আত্মায়, সবজায়গায়।

আমি সব পাখির নাম ভুলে যাই। শুধু একটি পাখি আমার হৃদয়ে পায় ঠাঁই। সে পাখি আমার , একান্তই আমার।

e-mail : mschanchal@gmail.com
mschanchal@hotmail.com